ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যোগ্য জায়গা খুঁজে পেয়েছেন আমিশা

পৃঃ ৫

মেসির মহানুভবতা, শিরোপার সঙ্গে জিতলেন হৃদয়ও

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৩৪ ● কলকাতা ● ০৭ ভাদ্র, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২৫ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

আরও জোরদার হবে তদন্ত,

ইডি-সিবিআইতে একজোটে নিয়োগ নতুন শীর্ষ প্রধান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইডি এবং সিবিআই-এর সমন্বয় আনতে এবার নতুন পদ তৈরি করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। যেভাবে সেনা বাহিনী, বায়ুসেনা এবং নৌসেনার মধ্যে সমন্বয় আনতে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে, সেভাবেই চিফ অফ ইনভেস্টিগেশন অফিসার বা সিআইও পদ তৈরি করবে মোদি সরকার। ইডি ডিরেক্টর সঞ্জয় মিশ্র এই পদে প্রথম আসতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর।আদালতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সামনের নভেম্বরের মধ্যেই রিভিউয়ের খাতিরে ভারতে আসছে গ্লোবাল টেরর ফিনান্সিং ওয়াচডগ বা ঋঅঞঋ। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী অনেক দেশই চায় ভারত ঋঅঞঋ-এর ধূসর তালিকায় থাকুক। এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইডি-র প্রধানে বদল আনা সমস্যার বলে মনে করে কেন্দ্র।ইডি কাজ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের রাজস্ব দফতরের আওতায় এবং সিবিআই কাজ করে কর্মিবর্গ মন্ত্রকের আওতায়। এই পদ তৈরির পর থেকে ইডি এবং সিবিআই অধিকর্তা সরাসরি চিফ অফ ইনভেস্টিগেশন অফিসারকে রিপোর্ট করবেন। সিআইও রিপোর্ট করবেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে। ১৫ সেপ্টেম্বর ইডি

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ থেকে উঠে গেল কোভিডবিধি,

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতার, প্রকাশ্যে আর মাস্ক পরতে হবে না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গে আর কোভিড বিধি রইল না। বৃহস্পতিবার টেলি সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান থেকে এ কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "আজ থেকে কোভিড বিধি প্রত্যাহার করা হল।"পাতাটি কিছু ক্ষণ পর পর রিফ্রেশ করুন। আপডেটেড খবরটি আপনি দেখতে পাবেন।

অতি দ্রুততার সঙ্গে আপনার কাছে খবর পৌঁছে দেওয়ার সময়েও আমরা খবরের সত্যাসত্য সম্পর্কে সচেতন। সেই জন্যই যে কোনও 'খবর' পাওয়ার পর, তার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই আমরা তা প্রকাশ করি। ফেক নিউজ বা ভুয়ো খবরের রমরমার সময়ে এটা আরও বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে।বাংলায় আর কোভিড বিধি রইল না। বৃহস্পতিবার টেলি সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান থেকে এ কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "আজ থেকে কোভিড বিধি প্রত্যাহার করা হল।"

যদিও, অনেক দিন ধরেই মাস্ক পরা বা সামাজিক দূরত্ব মানার বিষয়গুলি ট্রেনে, বাসে বা জনবহুল জায়গায় দেখা যাচ্ছিল না। তবুও সরকারি বিধিনিষেধ ছিল। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। মমতা বলেন, "কোভিডের সময় থেকে মানুষকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। মানুষ ঘরবন্দি হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের সামনে কোনও অনুপ্রেরণা ছিল না। তাঁরা সিরিয়াল দেখতেন।আজ থেকে সেই কোভিডবিধি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।"দিন কয়েক আগেই কেন্দ্রীয় সরকার কোভিডের নতুন প্রজাতি নিয়ে উচচ পর্যায়ের বৈঠক ডেকেছিল। যদিও তার পরে রাজ্যগুলিকে কড়া কোনও বার্তা দেয়নি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। ঘটনাচক্রে, তার পরেই রাজ্য সরকার সমগ্র কোভিডবিধি প্রত্যাহার করে নিল।

হাইকোর্ট থেকেই গ্রেফতার

'কার নির্দেশে এটা করলেন?' সিআইডির কৈফিয়ত তলব বিচারপতির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগাম জামিনের আবেদন জানাতে আসা দু'জনকে কলকাতা হাইকোর্টের মধ্যে থেকেই গ্রেফতার করার অভিযোগ উঠল সিআইডির বিরুদ্ধে। বুধবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে যায় আদালত চত্বরে। আইনজীবীদের কাছ থেকে বিষয়টি শুনে বেজায় ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।কোন অফিসার এই কাজ করেছেন, তা জানতে চেয়ে সিআইডির সংশ্লিষ্ট অফিসারকে দ্রুত এজলাসে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

সূত্রের খবর, কুণাল গুপ্তা ও নন্দিনী গুপ্তার বিরুদ্ধে ১১৭ কোটি টাকার সাইবার অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। ওই মামলার তদন্ত করছে সিআইডি। সম্প্রতি ইডির তরফেও ওই আর্থিক প্রতারণা মামলায় তাঁদের তলব করা হয়। তারপরই আগাম জামিনের অনুমতি চেয়ে এদিন আদালতে আবেদন জানান তাঁরা। আগামীকাল ওই মামলার শুনানি রয়েছে। আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, ইডি অভিযুক্তদের

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-১৩১।

সারাদিন

কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।

২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।

৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।

৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বিশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered

২. ISBN allocated

৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]

**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

'আমাদের অনুদান ফিরিয়ে দাও',

ভারতের চন্দ্রযানের সাফল্যে হাস্যকর দাবি ব্রিটিশ সাংবাদিকদের

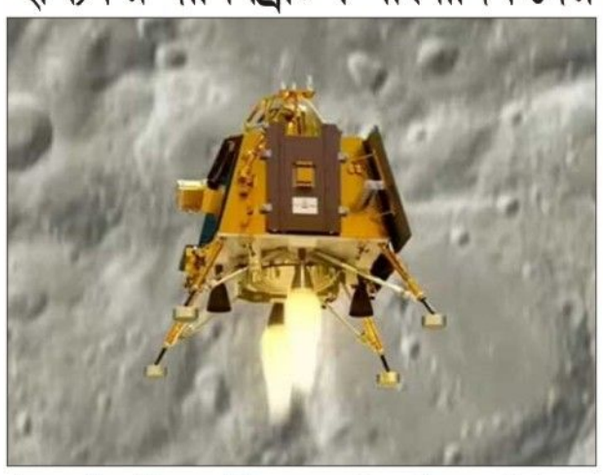

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইতিহাস গড়ে ভারতের চন্দ্রযান পৌঁছে গিয়েছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে। সেই প্রসঙ্গে ভারতের সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়েও কটাক্ষ শুরু করল ব্রিটেনের সাংবাদিকমহল। তাদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বিশাল অঙ্কের অনুদান পাঠায় গ্রেট ব্রিটেন। আপাতত সেই অনুদান ফেরত দিক ভারত।ইংরেজ সাংবাদিকদের এহেন মন্তব্যের পরেই পালটা দেন ভারতীয় নেটিজেনরাও। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক নেটিজেন বলেন, 'দু'শো বছর ধরে ভারত থেকে প্রায় ৪৫ লক্ষ কোটি ডলার লুঠ করেছে ব্রিটিশরা। তাহলে সেই অর্থও ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আর অনুদানের নামে ভারতে এনজিও চালানো বন্ধ করুক ব্রিটেন।' আরেক জনের মতে, '৪৫ লক্ষ কোটির মধ্যে থেকে নিজেদের ২৩০ কোটি টাকা সুদ সমেত রেখে বাকি অর্থ ভারতকে ফিরিয়ে দিক ব্রিটেন। সেই সঙ্গে ভারত থেকে চুরি করা কোহিনুরটাও ফেরানো হোক।' প্রসঙ্গত, এই অর্থের পরিমাণ ব্রিটেনের বর্তমান জিডিপির থেকে ১৫ গুণ বেশি।ইংরেজদের এই আক্রমণের জবাবে পালটা দিয়েছে ভারতীয় নেটিজেনরা। তাঁরা সাফ জানিয়েছেন, দু'শো বছর ধরে ভারতের মাটিতে কোহিনুর-সহ বিশাল অঙ্কের ধনসম্পত্তি লুট করেছে ব্রিটিশরা সেটাও তাহলে ফেরত দেওয়া দরকার।

বুধবার চাঁদে পৌঁছেছে ভারতের ল্যান্ডার বিক্রম। তারপরেই প্যাট্রিক ক্রিস্টিস নামে এক ব্রিটিশ সংবাদ সঞ্চালক বলেন, 'চন্দ্রযানের সাফল্যে ভারতকে শুভেচ্ছা জানাই। তবে সেই সঙ্গে জানাতে চাই, ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ২৩০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল সেটাও ভারত ফিরিয়ে দিক। চলতি বছরেও বিশাল অঙ্কের অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটেন। কিন্তু যেসমস্ত দেশ মহাকাশ গবেষণার জন্য মিশন পরিকল্পনা করে তাদের আর্থিক সাহায্য করা উচিত নয়।' একই ধরনের মন্তব্য করেন সোফি করকোরান নামে আরেক ব্রিটিশ সাংবাদিকও।

"আমি শো ছেড়ে চলে যাচ্ছি !" রেমো ডি'সুজা কে সেট থেকে

বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে যখন হিপ হপ ইন্ডিয়া শীর্ষ ৬ প্রকাশ করা হয়ে

Mumbai, 18th August 2023: নিউজ সারাদিন : আমাজন মিনিটিভি - আমাজন-এর সারা দেশে বিনামূল্যে স্ট্রিমিং পরিষেবা,তার নাচের রিয়েলিটি শো হিপ হপ ইন্ডিয়ার জন্য হিটলিস্টএ রয়েছে। হিপ হপ ইন্ডিয়া হল ভারতের প্রথম এবং একমাত্র হিপ হপ কেন্দ্রিক নৃত্য রিয়েলিটি শো। এই শোতে দেশের নৃত্য প্রতিভাদের রাস্তা থেকে বাছাই করে একটি বড় প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হয়েছে। এই নৃত্য অনুষ্ঠানের বিচারক নৃত্য মাস্টার রেমো ডি'সুজা এবং নোরা ফাতেহি। হিপ হপ ইন্ডিয়া অ্যামাজন মিনি টিভিতে একচেটিয়াভাবে স্ট্রিম হচ্ছে। স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম আজ তার আসন্ন পর্বগুলির প্রোমো দেখিয়েছে এবং এটা দেখা যাচ্ছে যে নর্তকরা বিচারকদের বিস্মিত করেছে। এই সপ্তাহে হিপ হপ ইন্ডিয়া তে, ৩টি বিভাগে ৬ জন নর্তকের লড়াই অব্যাহত রয়েছে। যা বিচারকদের তাদের আসন ছাড়তে বাধ্য করে। আগের পর্বে ৩ জন ফাইনালিস্টের ঘোষণা করা হয়েছিল।এই সপ্তাহটি বিচারকদের বিভ্রান্ত করছে, আর এ কারণে তারা সহজে নৃত্যশিল্পীদের শর্টলিস্ট করতে পারছেন না।নালাসোপাড়ার গলির তুষার এবং কান্সিস সিটি খ্যাত ফিকশন অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দিয়ে চলেছেন।এমন কি রেমো ডি'সুজা ঘোষণা করছেন যে তিনি মার্ক দিতে এবং নির্বাচন করতে পারবেন না। এই ধরনের চমৎকার নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে নির্বাচন করা খুব কঠিন।

"আমি শো ছেড়ে যাচ্ছি!" এটা আমার দ্বারা হবে না বলে প্রচার শেষ হয়। এই পর্বে একক বিভাগে হিমাংশু এবং আশিকার মধ্যে নাচের যুদ্ধ দেখানো হবে। ইউ জি এইচ এবং ওয়ান থিংক ক্রু গ্রুপ ক্যাটাগরিতে থাকবে অস্মিত ও স্টিভের সঙ্গে; জুটি বেঁধে দেখা যাবে মোহিত ও গৌরবকে।

হিপ হপ ইন্ডিয়ার বিচারক হিসেবে রয়েছেন রেমো ডি'সুজা এবং নোরা ফাতেহি। ডান্স রিয়েলিটি শোটি একচেটিয়াভাবে অ্যামাজন মিনি টিভির পাশাপাশি অ্যামাজন শপিং অ্যাপ এবং ফায়ার টিভি অ্যাপে বিনামূল্যে দেখানো হচ্ছে।

প্রমো লিংক: https://youtu.be/oC8ZcWh0Hp4

শতাধিক স্কুল শিশু ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে চালায় অভিযান

জয়দীপ যাদব, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বাংলায় বৃষ্টির পাশাপাশি ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গু দ্রুত মানুষকে তার শিকারে পরিণত করছে, অন্যদিকে মৃত্যুর ক্রম চলছে। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার স্বাস্থ্য দফতরকে সতর্ক করেছে, সেখানে রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। মহেশতলা পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন্দ্র সিং জানান, ওই ওয়ার্ডের শত শত স্কুল শিশু ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় লোকজনকে সচেতন করেছে। ১নং ওয়ার্ডের টিজি রোডে অবস্থিত ডাঃ সতীশ চন্দ্র বিদ্যালয় ও শাস্ত্রী হিন্দি বিদ্যালয়ের শিশুরা একটি র‍্যালি করে ডেঙ্গু থেকে বাঁচার উপায় জানান। এই র‍্যালি তে, শিব শঙ্কর রাম এবং কিরণ চৌধুরী, উল্লিখিত বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক এবং স্থানীয় সমাজকর্মী রাকেশ জৈসবারা, উদয় যাদব এবং অন্যান্যরা এই অভিযানে অংশ নেন।

একক সংখ্যাগরিষ্ঠরা না থাকা সত্ত্বেও

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও মালদহের চাঁচলের ১নং ব্লকের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। দীর্ঘ টানাপোড়নের শেষে কংগ্রেসের জয়ী পাঁচজন প্রার্থীর সমর্থন নিয়ে এককভাবে চাঁচলের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধান পদে স্বপদে বহাল থাকলেন রেজাউল খাঁন।উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছে মুক্তি দাস। যেকোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতো চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডুর নেতৃত্বে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ২০ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পায় ৭ টি আসন, কংগ্রেস ৮ টি,সিপিআইএম ২ টি এবং বিজেপি ৩টি। প্রধান ও উপপ্রধানের জন্য তিন দলই লড়াই করে। ভোটাভুটিতে ২০ টির মধ্যে ১২ টি ভোট পেয়ে প্রধান এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হয়।বোর্ড গঠন খবর বাইরে আসতেই বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। প্রধান এবং উপপ্রধানকে গলায় মালা পড়িয়ে শুভেচ্ছা জানাই তৃণমূল নেতারা।নয়া প্রধান রেজাউল খানকে কাছে পেয়ে তৃণমুল কংগ্রেসের কর্মীরা কাধে তুলে নিয়ে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করেন। এদিন বোর্ড গঠন শেষে সিপিআইএম-কংগ্রেস জোটের সদস্যরা দাবি করে বলেন,আমাদের মেম্বারদের শিলিগুড়ি হোটেল থেকে জোর করে তুলে নিয়ে এসেছে। তবে সিপিআইএম - কংগ্রেসের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা।তারা দাবি করেন তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ন দেখে তারা আমাদের সঙ্গে এসেছেন।

আমাদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাচ্ছে',

চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যে কেন এমন বললেন পাক অভিনেত্রী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবশেষে ভারতের হাতে চাঁদ। গতবারের ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্ভুল ভাবে এবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামতে সক্ষম হল চন্দ্রযান ৩ - এর ল্যান্ডার বিক্রম। মনে করা হয় চাঁদের দক্ষিণ মেরু একটি দুর্গম জায়গা, সেখানে প্রথমে পৌঁছে রেকর্ড গড়ল ভারত। ২৩ অগাস্ট সন্ধ্যা ৬.০৪ মিনিটে এই ইতিহাস তৈরি হয় আর তারপরই শুরু হয়ে যায় হইচই, উন্মাদনা।তিনি তাঁর টুইটে আরও লেখেন যে 'আজ যখন ভারত এই উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে তখন আমরা দেশে আইন কানুন বজায় রাখার জন্য হিমশিম খাচ্ছি। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। ভারত আর আমাদের মধ্যে যে গ্যাপ তৈরি হয়েছিল সেটা আজ এমন আকার নিয়েছে যে সেটা আর কখনই পূরণ হবে না।'গোটা দেশ আনন্দ, গর্বে ভেসে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইসরোকে। তবে কেবল ভারত নয়, গোটা বিশ্বই তাকিয়ে ছিল এদিন চন্দ্রযান ৩ -এর বিক্রম ল্যান্ডারের অবতরণের দিকে। বিদেশ থেকেও বহু শুভেচ্ছা এসেছে ইসরোর জন্য। এবার চন্দ্রযান ৩ -এর সাফল্যের জন্য ভারত এবং ইসরোকে শুভেচ্ছা জানালেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী শেহার শিনওয়ানি।

এদিন কেবল ভারতকে যে তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এমনটা একদমই নয়। একই সঙ্গে তাঁদের দেশ বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির ক্ষেত্রে ভারতের থেকে কতটা পিছিয়ে আছে এখনও সেই কথাও জানিয়েছেন। এই বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভালো, শেহার শিনওয়ানি হলেন সেই অভিনেত্রী যিনি গত মে মাসে যখন পাকিস্তান তেহরিক ই

এরপর ৩ পাতায়

চন্দ্রযান ৩ মিশনে সঙ্গে যুক্ত

বসিরহাটের ভূমিপুত্র, ছেলের কৃতিত্বে গর্বিত পরিবার

বসিরহাট: নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের ১৪ই জুলাই চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল ইসরোর চন্দ্রযান।দীর্ঘ ৩৯ দিন পার করে অবশেষে চাঁদের মাটিতে পা রাখল চন্দ্রযান-৩। উতেক্ষপণের পর থেকে চাঁদের মাটি স্পর্শ করার মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল দেশবাসী। বিশেষ করে সেই সমস্ত বিজ্ঞানীরা যারা এই মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত।উদ্যোক্তা শংকর অধিকারী বলেন, 'আমাদের গর্ব মানস সরকার। চন্দ্রযানের সঙ্গে যিনি সরাসরি যুক্ত। তিনি বসিরহাটের নাম দেশের মধ্যে উজ্জ্বল করেছেন। তাই তাকে সম্মান জানাতে পাশাপাশি চন্দ্রযান-৩ এর ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে আজকের দিনেই আমরা খুঁটি পুজায় নিয়োজিত হয়েছি।'সেরকমই ইসরোর এক বিজ্ঞানী হলেন বসিরহাটের মানস সরকার। যিনি চন্দ্রযান-৩ মিশনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

বসিরহাট পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নৈহাটি এলাকার বাসিন্দা মানস সরকার। বিজ্ঞানীর বাবা প্রাক্তন সেনা কর্মী শচীন্দ্রনাথ সরকার বলেন, 'অধীর আগ্রহে বসে ছিলাম চন্দ্রযানের ল্যান্ডিং দেখার জন্য। গর্ব হচ্ছে নিজের ছেলের জন্য। যে এই মিশনের সঙ্গে যুক্ত। চন্দ্রযান সফল হলে তা বসিরহাট-সহ ভারতের নাম উজ্জ্বল করবে।' এলাকাবাসী সুরেশ মণ্ডল বলেন, 'বসিরহাটের এই বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব যথেষ্টই প্রশংসনীয়। আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞানমুখী করতে তার এই কৃতিত্ব যথেষ্টই অনুপ্রেরণাদায়ক।' অন্যদিকে বসিরহাটের এই বিজ্ঞানীকে সম্মান জানাতে পাশাপাশি চন্দ্রযান -৩ যাতে চাঁদের মাটিতে সফলভাবে ল্যান্ড করে তার জন্য দুর্গাপুজোয় নিজেদের থিম চন্দ্রযানকে বেছে নিয়ে খুঁটিপুজোয় মেতে উঠল বসিরহাটে নেতাজি ইউনিয়ন।

চালক এবং সহকারীর গাফিলতিতে

সিগন্যাল ভেঙে লুপলাইনে ট্রেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের সিগন্যাল বিভ্রাট। সিগন্যাল লাল থাকার সত্ত্বেও চম্বল এক্সপ্রেস ঢুকে পড়ে লুপ লাইনে। সেই সময় ওই গাড়ির গতিবেগ ছিল ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি। কিন্তু লুপলাইনে অন্য কোনও ট্রেন না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা মেলে। বিহারের ভাবুয়া স্টেশনের কাছে ঘটে ঘটনাটি। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে চালক এবং সহকারীর অসাবধানতার কারণেই এমনটা হয়েছে। সম্প্রতি ওড়িশার বালেশ্বরের বাহানগা বাজার স্টেশনে কিছু দিন আগেই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন বহু মানুষ। ওই ঘটনার পর সিগনালিং নিয়ে শুরু হয় তুমুল উত্তেজনা। তবে ভাবুয়া স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনা এড়ানো যায় লুপ লাইনে কোনও ট্রেন না থাকায়। তারপরেই চম্বল এক্সপ্রেসের চালক এবং সহকারীকে সাসপেন্ড করেছে রেল।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেন ১৩০ কিলোমিটার গতিবেগে যখন ভাবুয়া স্ট্রেশনের কাছে তখন সেখানের সিগন্যাল ছিল লাল। ওই এক্সপ্রেসের চালক কিংবা সহকারী কেউই তা বুঝতে পারেননি। সিগন্যাল না মেনেই চম্বল এক্সপ্রেসের আটটি বগি লুপ লাইনে ঢুকে পড়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু সেই সময় লুপ লাইনে অন্য কোনও ট্রেন না থাকায় দুর্ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার খবর পেয়েই অকুস্থলে পৌঁছন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজেশ গুপ্ত। তদন্ত শুরু হয়, আর তাতেই উঠে আসে এই তথ্য। তার পরেই এক্সপ্রেসের চালক এবং সহকারীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

হাইকোর্ট থেকেই গ্রেফতার 'কার নির্দেশে এটা করলেন?' সিআইডির কৈফিয়ত তলব বিচারপতির

তলব করেছে জানতে পেরেই হয়তো 'বাড়তি সক্রিয়' হতে গিয়ে সিআইডি ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে। যদিও এই বিষয়ে সিআইডির কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি দ্রুত হাজির না হলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন বিচারপতি। যার জেরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় আদালত চত্বরে।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ইডির তলব পেয়ে আগাম জামিনের আর্জি নিয়ে বুধবার সকালে কলকাতা হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন কুণাল গুপ্তা ও নন্দিনী গুপ্তা। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলাটি গৃহীতও হয়। আগামীকাল বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি রয়েছে। তারই মাঝে এদিন কোর্ট প্রিমিসেস থেকেই তাঁদের গ্রেফতার করার অভিযোগ উঠছে সিআইডির বিরুদ্ধে। দুপুরে আদালত বসতেই বিচারপতির কাছে এই বিষয়ে নালিশ জানান কয়েকজন আইনজীবী। এরপরই বেজায় ক্ষুব্ধ হতে দেখা যায় বিচারপতি জয় সেনগুপ্তকে। তিনি রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, 'কার নির্দেশে সিআইডি এটা করল? রেজিস্ট্রার জেনারেলের অনুমতি নেওয়া হয়েছে? কোন সুপিরিওর নির্দেশ দিয়েছেন?' এরপরই রাজ্যের আইনজীবীকে বিচারপতি বলেন, 'এখনই ধৃতদের ও যে অফিসাররা ধরেছেন তাঁদের এজলাসে হাজির করুন। না হলে আমি যা নির্দেশ দেওয়ার দেব। কেউ ছাড় পাবে না।'

আদালত সূত্রের খবর, নিয়ম অনুযায়ী হাইকোর্ট প্রিমিসেস থেকে কাউকে গ্রেফতার করতে হলে রেজিস্টার জেনারেল বা বিচারপতির নির্দেশ জরুরি। তা ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যায় না। এক্ষেত্রে সিআইডি নিয়ম লঙ্ঘন করেছে বলেই মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ।

১-ম পাতার পর

আরও জোরদার হবে তদন্ত, ইডি-সিবিআইতে একজোটে নিয়োগ নতুন শীর্ষ প্রধান

অধিকর্তা পদে মেয়াদ শেষ হবে সঞ্জয় মিশ্র এর। তারপরেই এই পদে আসবেন তিনি। ১৫ সেপ্টেম্বরের আগেই চিফ অফ ইনভেস্টিগেশন অফিসার পদ তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রের খবর।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১৫ সেপ্টেম্বরের পর সঞ্জয় মিশ্র এর চাকরির মেয়াদ আর বাড়ানো যাবে না। এবার এই পদে নিযুক্ত হলে সরকারেই থেকে যাবেন সঞ্জয় মিশ্র। সময় ছিল ৩১ জুলাই পর্যন্ত। কেন্দ্রের তরফে তা ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানোর আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু, আগের দুই মেয়াদ বৃদ্ধির ঘটনাকে 'বেআইনি' তকমা দিলেও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাত, ইডি-র ডিরেক্টর পদে এস কে মিশ্রার মেয়াদবৃদ্ধিতে সায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিচারপতি বি আর গভৈ, বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চ এ-ও জানিয়েছে, জনস্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। নির্দেশে আদালত জানিয়েছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিজের পদেই বহাল থাকবেন সঞ্জয়। প্রসঙ্গত, এ নিয়ে চতুর্থবার ইডি-র ডিরেক্টরের মেয়াদবৃদ্ধি করা হল। শেষবার, অর্থাত, গত ১১ জুলাই সঞ্জয়ে মেয়াদবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

২ পাতার পর

আমাদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাচ্ছে', চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্যে কেন এমন বললেন পাক অভিনেত্রী?

ইনসাফের চেয়ারম্যান ইমরান খান গ্রেফতার হন এবং সেই দেশে বিক্ষোভ শুরু হয় তখন তিনি দিল্লি পুলিশের অনলাইন লিংক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

এদিন যখন চন্দ্রযান ৩ -এর বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করে তখন শেহার শিনওয়ানি সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসরোকে শুভেচ্ছা জানান। ভারতই এদিন প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে পারল। ভারত যে কাজ এখন করে দেখাল পাকিস্তানের সেই কাজ করতে আরও বেশ কয়েক দশক লেগে যাবে বলে জানান তিনি।

শেহার শিনওয়ানি তাঁর টুইটে এদিন লেখেন, 'চন্দ্রযান ৩ -এর মাধ্যমে স্পেস রিসার্চে ইতিহাস গড়ার জন্য ভারতকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে সমস্ত কিছুতেই গ্যাপ এত বেড়ে গিয়েছে যে আজ ভারত যেখানে সেখানে পাকিস্তানে পৌঁছতে কয়েক দশক লেগে যাবে। তবে এটার জন্য অন্য কেউ নয়, আমরা নিজেরাই দায়ী।'

চন্দ্রযান-৩ নিয়ে বিশ্ব নেতৃবর্গকে তাঁদের অভিনন্দনবার্তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি ২৪ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : চাঁদের বুকে চন্দ্রযান-৩-র সফল অবতরণে অনেক বিশ্বনেতা ভারতকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অভিনন্দনবার্তার উত্তরে এক্স-এ তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- @PMBhutan লোটে শেরিং চন্দ্রযান-৩ নিয়ে আপনার অভিনন্দনবার্তার জন্য ধন্যবাদ। ভারতের মহাকাশ কার্যক্রম বিশ্বের আরও অধিক উন্নতি সাধনে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করবে। মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির অভিনন্দনবার্তার প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, রাষ্ট্রপতি@ibusolih আপনার অভিনন্দনবার্তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর বার্তার উত্তরে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, @cmprachanda আপনার অভিনন্দনবার্তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীকে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, অবশ্যই, প্রধানমন্ত্রী @jonasgahrstore । ধরিত্রীর জন্য আজ এক ঐতিহাসিক দিন। মান্যবর শ্রী শেখ মহম্মদ বিন রসিদ আল মকতুম-কে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ধন্যবাদ @HHShkMohd। ভারতের সাফল্য ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সংকল্প, দক্ষতা এবং শক্তিতে উজ্জীবিত। জামাইকার প্রধানমন্ত্রীর বার্তার উত্তরে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী @AndrewHolnessJM আপনার অভিনন্দনবার্তার জন্য ধন্যবাদ। মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতির বার্তার উত্তরে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, রাষ্ট্রপতি@SE_Rajoelinধ আপনার অসাধারণ শব্দবন্ধের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। মহাকাশে ভারতের পদচারণ আগামীদিনে প্রকৃতই মানবতার কল্যাণ সাধনে কাজ করবে। স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর বার্তার উত্তরে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, অবশ্যই, বিজ্ঞানের শক্তিতে ভর করে ভারত সকলের উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে কাজ করছে। @sanchezcastejon আপনার অভিনন্দনবার্তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমিশনের প্রেসিডেন্টের বার্তার উত্তরে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, @vonderleyen আপনার মনোগ্রাহী বার্তার জন্য ধন্যবাদ। ভারত সর্বদাই অনুসন্ধান ও জানার চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং মানবতার উন্নতি সাধনে তা ভাগ করে নেবে। মান্যবর শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর বার্তার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মান্যবর শেখ@MohamedBinZaye ফুকে তাঁর অভিনন্দন বার্তার জন্য ধন্যবাদ। এই মাইলফলক কেবলমাত্র ভারতের গরিমারই পরিচয় নয়, বরং মানব প্রয়াস এবং সহিষ্ণুতার আলোকবর্তিকার সাক্ষ্যবহন করবে। বিজ্ঞান এবং মহাকাশক্ষেত্রে আমাদের এই প্রয়াস আগামীদিনে সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলুক। আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বার্তার উত্তরে শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আপনার অভিনন্দনবার্তার জন্য প্রধানমন্ত্রী @NikolPashinyধহ আপনাকে ধন্যবাদ।

জি-২০ বাণিজ্য ও লগ্নি মন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : মাননীয়গণ, ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ, নমস্কার!

গোলাপি নগরী জয়পুরে সাদর আমন্ত্রণ। এই অঞ্চল পরিচিত এর প্রাণবন্ত এবং উৎসাহী মানুষের জন্য।

বন্ধুগণ,

ইতিহাসে দেখা যায়, বাণিজ্যের ফলে ভাবনা-চিন্তা, সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তির হস্তান্তর ঘটে। এতে মানুষ মানুষের কাছে আসে। বাণিজ্য এবং বিশ্বায়ন লক্ষ লক্ষ মানুষকে অতি দারিদ্র্য থেকে মুক্তিও দিয়েছে।

মহোদয়গণ,

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতের অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বের আশা এবং আস্থা তৈরি হয়েছে। ভারতকে দেখা হচ্ছে ঔদার্য, সুযোগ এবং সুবিধার মিলন ক্ষেত্র হিসেবে। গত ৯ বছরে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে। এটা আমাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াসের ফল। আমরা ২০১৪-য় 'রিফর্ম, পারফর্ম এবং ট্রান্সফর্ম'-এর যাত্রা শুরু করি। আমরা প্রতিযোগিতামুখিনতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছি। আমরা ডিজিটাইজেশনের প্রসার ঘটিয়েছি, উৎসাহ দিয়েছি উদ্ভাবনে। আমরা তৈরি করেছি ফ্রেট করিডর এবং শিল্প তালুক। আমরা লালফিতে থেকে লাল কার্পেটে এগিয়ে গিয়েছি এবং উদারীকরণ করেছি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রের। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর মতো উদ্যোগ উৎপাদন শিল্পের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আমরা নীতিতে স্থায়িত্ব এনেছি। আগামী কয়েক বছরে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি করার লক্ষ্যে আমরা দায়বদ্ধ।

বন্ধুগণ,

অতিমারী থেকে ভূ-রাজনৈতিক সমস্যার মতো সাম্প্রতিক বিশ্বের সঙ্কটগুলি বিশ্বের অর্থনীতির পরীক্ষা নিয়েছে। জি-২০ভুক্ত দেশ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লগ্নিতে আস্থা ফিরিয়ে আনা। আমাদের দৃঢ় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খল গড়ে তুলতে হবে যা আগামীদিনে যে কোনো সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খলের পরিমাপ করতে জেনেরিক ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলা জরুরি। এই কাঠামোর লক্ষ্য হবে ঝুঁকি হ্রাস, দৃঢ়তা বৃদ্ধি এবং লাভ-ক্ষতির সমীক্ষা করা। মহোদয়গণ,

বাণিজ্যে প্রযুক্তির রূপান্তরকারী ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। অনলাইন একক অপ্রত্যক্ষ কর - জিএসটি গৃহীত হওয়ায় ভারতে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য বৃদ্ধিতে একটিমাত্র আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। আমাদের সমন্বিত লজিস্টিক্স ইন্টারফেস প্ল্যাটফর্ম লজিস্টিক্সকে সুলভ করেছে এবং আরও স্বচ্ছ করেছে। আরও একটি মোড় ঘোরানো বিষয় হল - 'ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স', যাতে আমাদের ডিজিটাল বাজার অর্থনীতির গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই এটা করেছি আমাদের ইউপিআই-এর মাধ্যমে। প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশন এবং ই-কমার্সের ব্যবহারের ফলে বাজারের সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে। আমি খুশি যে আপনাদের গোষ্ঠী 'হাই লেভেল প্রিন্সিপলস ফর দ্য ডিজিটালাইজেশন অফ ট্রেড ডকুমেন্টস' নিয়ে কাজ করছে। এই নীতিগুলি দেশগুলির মধ্যে আন্তঃসীমান্ত ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং বাধ্যবাধকতার বোঝা কমানোর সহায়ক হবে। যেহেতু আন্তঃসীমান্ত ই-বাণিজ্য ক্রমশ বাড়ছে, তার জন্য সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য আমাদের প্রয়োজন বড় এবং ছোট বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য নিশ্চিত করা। উপভোক্তারা সঠিক মূল্যে পণ্য পাচ্ছেন কিনা এবং তাঁদের অভিযোগগুলি নিষ্পত্তির বিষয়টিও আমাদের দেখা প্রয়োজনীয়।

মহোদয়গণ,

ভারত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে মধ্যে রেখে বিধি-নির্ভর, মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে। দ্বাদশ ডব্লিউটিও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ভারত 'গ্লোবাল সাউথ'-এর উদ্বেগের কথাগুলি তুলে ধরেছিল। লক্ষ লক্ষ কৃষক এবং ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সহমত গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। আমাদের আরও নজর দিতে হবে, এমএসএমই-গুলির প্রতি কারণ, বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কর্মসংস্থানের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশই হয় এমএসএমই-তে, বিশ্ব জিডিপি-র ৫০ শতাংশই এমএসএমই-র অবদান। আমাদের নিরন্তর সমর্থনের প্রয়োজন আছে তাদের। এমএসএমই-গুলির স্বশক্তিকরণের অর্থ সামাজিক স্বশক্তিকরণ। আমাদের কাছে এমএসএমই-র অর্থ- 'ম্যাক্সিমাম সাপোর্ট টু মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস'। ভারত, সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এমএসএমই-কে যুক্ত করেছে। 'জিরো ডিফেক্ট' এবং পরিবেশের ওপর 'জিরো এফেক্ট'-এর নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এমএসএমই ক্ষেত্রের সঙ্গে কাজ করছি। ভারতের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং মূল্যশৃঙ্খলে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত, 'জয়পুর ইনিশিয়েটিভ টু ফস্টার সিমলেস ফ্লো অফ ইনফরমেশন টু এমএসএমইজ' বাজারের সুযোগ এনে দেবে এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত যথাযথ তথ্যগুলিও যোগাবে। আমি বিশ্বাস করি, গ্লোবাল ট্রেড হেল্প ডেস্কের উন্নতি করা গেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এমএসএমই-দের যোগদান বাড়বে।

মহোদয়গণ,

এক পরিবার হিসেবে আমাদের সকলের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং লগ্নি প্রক্রিয়ায় আস্থা ফিরিয়ে আনা। আমার বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে ক্রমশ আরও প্রতিনিধিত্বমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে ভবিষ্যতে আপনারা একযোগে কাজ করবেন। আপনাদের আলোচনার সাফল্যের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। অনেক ধন্যবাদ!

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৩৪ সংখ্যা ২৫ আগস্ট, ২০২৩ শুক্রবার ০৭ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে নিরাপত্তার অভাব

স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, গতকাল বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক নেওয়ার জন্য দখলে থাকা জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, মাছ চাষ ও পোল্ট্রি চাষ করে সেগুলো বিক্রি করে সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বাকি রয়েছে সে কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের। নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা সাম নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সুরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে ।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

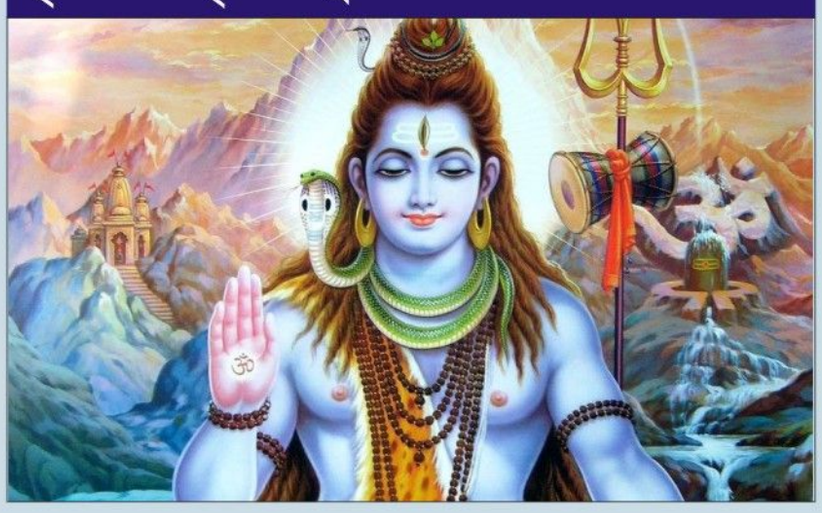

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর্য ঋষিরা কিন্তু লিঙ্গ-উপাসক শিশ্নদেব, উন্মত্তবৎ আচরণ করা কেশী ও পিঙ্গলবস্ত্রধারী মুনিদের কথা জানতেন । বৌদ্ধদের মতে শিব হলেন দেবপুত্ত। দীঘ নিকায় গ্রন্থে লেখা আছে বেন্হু বা বিষ্ণু ও ঈশান বুদ্ধকে দেখতে এসেছেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নারী' শব্দটি সনাতন জীবন-সংস্কৃতিতে মাতৃত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সনাতন শাস্ত্র বলছে, সব নারীই ভগবতীর বিগ্রহ। 'নারী' শব্দটি সনাতন জীবন-সংস্কৃতিতে মাতৃত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরকে 'মা' বলে সম্বোধন করে থাকেন এবং মাতৃরূপে পূজা করে থাকেন। শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা আসলে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মাতৃরূপের উপাসনা। দুর্গাপূজায় দুর্গাপ্রতিমা ও নবপত্রিকা-প্রতিমায় ঈশ্বরীয় মাতৃভাব ও মাতৃরূপই প্রতিফলিত হয়।

পূজার অঙ্গ হিসেবে 'দুর্গাপ্রতিমা' কেবল 'নারীর প্রতি মাতৃদৃষ্টি ও নারীর মাতৃভাব' প্রকাশ করে তা নয়, নারীর শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। নারী একদিকে পবিত্রতা, দয়া, সহিষ্ণুতা, ভালোবাসা, ক্ষমা ইত্যাদি ভাবের প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে নারী অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতিমূর্তি। প্রতিমায় দৃষ্ট দেবী ও অসুরের যুদ্ধ যেন সেই ভাবেরই প্রতিভূ। তবে স্বামী বিবেকানন্দের উল্লিখিত সমাজদর্শনের আলোকে বলা যেতে পারে, আমাদের প্রত্যাশিত প্রগতিশীল-সভ্য সমাজে নারীরা পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে; দেশ ও সমাজের সব উন্নয়ন কর্মকাল অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে ও সাফল্যের অংশীদার হবে; কোনোরূপ বঞ্চনা বা নির্যাতনের শিকার হবে না এবং মর্যাদার সঙ্গে সমাজে অবস্থান করবে। তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে আমরা হয়তো নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের কিছুটা অগ্রগতি দেখাতে সমর্থ হব, সন্দেহ নেই। সমাজে নারী বঞ্চনা ও নিগ্রহের খবর যখন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন সে সমাজের প্রগতির সূচক যে খুব একটা বেশি, তা বলা যাবে না। এ সূচক বৃদ্ধিতে ও নারীসমাজের উন্নয়নকল্পে নারী-পুরুষ সমদৃষ্টি অপরিহার্য এটা বলা বাহুল্য।এদিকে দুর্গাপূজা-প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি দিলে স্বামী বিবেকানন্দের নারী-পুরুষ সমদৃষ্টির ভাবটি আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। ধূপ-দীপ-ফুল-ফল নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজা স্থূল ব্যাপার। এর পশ্চাতে রয়েছে পৌরাণিক আখ্যান ও সূক্ষ্ম দর্শন। ষষ্ঠীর কল্পারম্ভ ও বোধন থেকে শুরু করে দশমীর বিসর্জন পর্যন্ত ক্রিয়াবহুল এ পূজার প্রতিটি অঙ্গানুষ্ঠান তাৎপর্যমণ্ডিত।

পুরাণে আছে, দুষ্ট রাবণ বধ এবং শ্রীরামচন্দ্রকে অনুগৃহীত করার জন্য পুরাকালে ব্রহ্মাদি দেবতারা শরতে দেবীর বোধন করে পূজা করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবী দুর্গাকে সংবোধিত করে হারানো স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ রাবণকে নিধন করেছিলেন, অধুনা বিবিধ উপচারে সম্পাদিত বোধনক্রিয়ায় পূজারির অভিপ্রায় ও চিন্তন সেই রূপ রাবণরূপী শত্রুদের বধ করা। এরূপ আখ্যান অবলম্বনে পূজার পশ্চাতে কী দর্শন রয়েছে, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

ঈশ্বরই এক ও অভিন্ন চৈতন্য সত্তারূপে সর্বজীবে বিরাজিত। কিন্তু সাধনার প্রাথমিক স্তরে আমরা নিজেদের চৈতন্যস্বরূপ বোধ না করে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্থূল-কৃশ এরূপ বোধ করে থাকি। কেন এরূপ হয়ে থাকে? শাস্ত্রীয় দর্শন বলছে, অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য থেকে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি। শাস্ত্র ও যুক্তির নিরিখে বলা যেতে পারে, আমাদের চৈতন্যস্বরূপ সত্তার ওপর অজ্ঞান (স্বরূপ সম্পর্কে) এবং এর পরিণামদেহবোধের আবরণের জন্য নারী-পুরুষ ইত্যাদি ভেদ-দৃষ্টি হয়ে থাকে। দেহবোধ থেকেই স্বার্থপরতা, মোহ, ঈর্ষা, লোভ, হিংসা ইত্যাদি অশুভ ভাবের উদ্ভব এটা বিচারশীল মন নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আছে মন যেন মাটিমাখানো ছুঁচ, ঈশ্বর চুম্বক পাথর, মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। পূজা-উপাসনায় এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, অনুরাগ ও অনুতাপের অশ্রুজলে ছুঁচের মাটি ধুয়ে যায়, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি দূরীভূত হয়। মাটি ধুয়ে গেলেই ছুঁচকে চুম্বক পাথর টেনে নেয় অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হয়। অন্তরে দেহবোধ ও কাম-ক্রোধাদি অশুভভাবরূপী রাবণ বিনাশই রামচন্দ্ররূপী পূজারির প্রয়াস। পৌরাণিক ভাষায় ও রূপক ছলে বলা হয়ে থাকে, রাবণ বিনাশে সীতা উদ্ধার কিংবা অসুর বিনাশে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গপ্রাপ্তি, এর মানে অন্তরে দেহবোধ লোপ ও চৈতন্য সত্তার উপলব্ধি। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে, এরূপ উপলব্ধিতেই নারী-পুরুষে যথার্থ সমদৃষ্টি সম্ভব।দুর্গা দেবীর মানস পূজায় অনহংকার, অরাগ (অনাসক্তি), অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ...এরূপ ১৫টি শুভভাবের পুষ্পমেখলা মাকে নিবেদন রূপ মানসক্রিয়া পূজারির অন্তরে শুভভাবের উৎকর্ষের প্রয়াস। স্বচ্ছ জলাশয়েই সূর্যের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শুভভাবের উৎকর্ষে চিত্ত শুদ্ধ হলে সাধকের পক্ষে হৃদয়ে উপাস্য জগজ্জননীর দর্শন, অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ সত্তার উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। মানস পূজায় বস্ত্রকে আকাশ তত্ত্বরূপে, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য-গন্ধতত্ত্ব রূপে, এরূপে সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্ব দেবীকে নিবেদন ক্রিয়া পূজারির দেহবোধ থেকে চৈতন্য সত্তায় উত্তরণের প্রয়াস। বলি ও হোম প্রক্রিয়ায়ও একই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তাই সমগ্র নারী যে ভগবানের একটা রূপ সেটা আজ মানে।আগেকার দিনে মেয়েদের কে দাসী রূপে দেখা হতো।ছেলে যখন বিয়ে করতে যেতো তখন তার মা বাবাকে বলতো,,আমি তোমাদের জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।মেয়েদের কাজ ছিলো ঘরের কাজ করা ও ছেলে উৎপাদন করা।আগেকার দিনে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারতো না,কোনো ধর্মস্থানে যেতে পারতো না,কোনো পূজা পাঠ বা ভগবানের নাম গান করতে পারতো না।তাই একদিন স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ করে বলেছিলেন,,,এ দেশ সকলের অধম কেন,না এখানে মেয়েদের কে অবমাননা করা হয় বলে।মেয়েদের কে কেবল মাত্র সন্তান উৎপাদনের মিশিন মাত্র মনে করা হয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন থেকে আবির্ভূত হন সেদিন থেকে নারী জাগরণ শুরু হয়।শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম ব্যক্তি যিনি নারীদের সন্মান ফিরিয়ে আনলেন।নারীকে সন্মান দিলেন ও নারীকে পুজো করলেন।আমরা তার জীবনে দেখেছি তিনি ছোটো বেলায় ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও একজন কামারের মেয়ে ধনী কামারিণী কে ভিক্ষা মা করে সন্মান দিয়েছিলেন।সাধক জীবনে দেখি তিনি মা কালীর সাধনা করে মাতৃ শক্তি কে সন্মান দিয়েছিলেন।তিনি রানী রাসমণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দক্ষিনেশ্বর কালী বাড়িতে পূজারী হয়ে নারীকে সন্মান দিয়েছিলেন।তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামে একজন নারীকে তন্ত্র গুরু করে নারিকে বিশেষ সন্মান দিয়েছিলেন।তিনি নিজের ধর্ম পত্নী মা সারদামনি কে মায়ের আসনে বসিয়ে পুজো করে নারীকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিলেন ও ইতিহাস তৈরি করেছিলেন।মানব ইতিহাসে এর আগে এই ঘটনা ঘটে নি।তিনি নারীকে ভোগ করেন নি তিনি নারীকে পুজো করেছিলেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

যোগ্য জায়গা খুঁজে পেয়েছেন আমিশা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেল। ২০০০ সালে মুক্তি পেয়েছিল তার প্রথম ছবি 'কাহো না পেয়ার হ্যায়'। প্রথম ছবির মাধ্যমের দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। পরের বছর মুক্তি পেয়েছিল তার সিনেমা 'গদর'। এর ২২ বছরে মুক্তি পেল ছবির সিকুয়েল 'গদর ২'।

এক সপ্তাহে 'গদার টু' আয়ের দিক থেকে অশানুরূপ ফল পেয়েছে। মাত্র ৮ দিনে 'গদার টু' বলিউডের সেরা ১০ ছবির তালিকায় চলে এসেছে। এখন পর্যন্ত এই ছবি আয়ের দিক থেকে অষ্টম স্থানে আছে। প্রযোজনা সূত্র বলছে, ছবিটির বর্তমান আয় ৩০৫ কোটি ১৩ লাখ রুপি, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৪০০ কোটি টাকার বেশি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমিশা বলেন, 'আমি সম্পাদনার দায়িত্বে থাকলে কিছু কিছু দৃশ্য অন্যভাবে পরিবেশন করতাম। তাতে ছবি আরও ঝরঝরে লাগত বলে আমার মনে হয়।'

তবে 'গদর ২'-এর সাফল্যে তিনি যে একেবারেই খুশি নন সেটা নয়। এই অভিনেত্রী জানান, 'গদর ২' ছবির মাধ্যমে বলিউডের নিজের যোগ্য জায়গা খুঁজে পেয়ে আমি আপ্লুত।

অনিল শর্মা পরিচালিত 'গদার টু' ছবিতে আমিশা প্যাটেল ছাড়াও সানি দেওয়াল, উৎকর্ষ শর্মা, সিমরাত কাউর, মনীষ ওয়াধওয়াসহ আরও অনেকে।

১১ আগস্ট মুক্তি পাওয়ার পর প্রথম সপ্তাহান্তেই বক্স অফিসে ১০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল অনিল শর্মা পরিচালিত 'গদর ২'। দ্বিতীয় শুক্রবারে এসে ৩০০ কোটির ক্লাবে পা রেখেছেন সানি। বক্স অফিস ব্যবসার নিরিখে শাহরুখ খানের 'পাঠান', আমির খানের 'দঙ্গল' ও সালমান খানের 'বজরঙ্গি ভাইজান'-কেও গোল দিয়েছেন তিনি।

চার সন্তান থাকলেও 'বাবা' ডাক থেকে বঞ্চিত মিঠুন!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একই সঙ্গে বলিউড ও টালিউডের পর্দা কাঁপানো তারকা মিঠুন চক্রবর্তী। ব্যক্তিজীবনে তিন পুত্র আর একটি দত্তক কন্যাসন্তান রয়েছে তার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, মিঠুন তার কোনো সন্তানের কাছ থেকেই শুনতে পাননি পৃথিবীর মধুর 'বাবা' ডাকটি। এ কথা নিজেই জানান মিঠুন চক্রবর্তী।

কলকাতার একটি রিয়েলিটি শো-তে খানিকটা আফসোস করেই মিঠুন বলেন, "আমার চার সন্তান। কিন্তু কখনোই 'বাবা' ডাক শুনতে পাইনি আমি।"

ভক্তদের সঙ্গে নিজের আফসোসের কথা শেয়ার করে মিঠুন আরও বলেন, 'আমার বড় সন্তান মিমো। জন্মের পর থেকে চার বছর কোনো কথা বলেনি। হঠাৎ একদিন আমার নাম ধরে ডাকতে শুরু করে মিমো।'

ছেলের মুখে বাবার নাম মিঠুন শোনার পরই নায়ক দ্রুত ছোটেন ডাক্তারের কাছে। ছেলে কথা বলছে, কীভাবে অন্য বাচ্চাদের মতো স্বাভাবিক কথা বলবে, এ নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। ডাক্তার পরামর্শ দেন, কথা বলতে পারে না এমন ছেলে যখন কথা বলছে তখন বাবার নাম ধরেই না হয় ডাকুক। হঠাৎ এ নাম ডাকা বন্ধ করলে বাচ্চার কথা বলাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করেন দায়িত্বরত চিকিৎসক।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত বড় ছেলে 'মিঠুন' নামেই ডেকে আসছে। বড় ভাইকে দেখে ছোট ভাই-বোনেরাও এ তারকাকে মিঠুনই ডাকে। আর তাই 'বাবা' ডাক থেকে এখনও বঞ্চিত সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তী।

এবার রূপান্তরকামীর চরিত্রে সুস্মিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ছেলেটিকে স্কুলে শিক্ষিকা প্রশ্ন করেছিলেন সে বড় হয়ে কী হতে চায়। ছাত্রের সোজা উত্তর, "আমি মা হতে চাই।" এতে ক্লাসজুড়ে সহপাঠীদের মাঝে হাসির রোল পড়ে যায়। কড়া জবাবে শিক্ষিকা তাকে বুঝিয়ে দিলেন, পুরুষেরা কখনও মা হতে পারে না। কিন্তু তা রূপান্তরকামী সমাজকর্মী গৌরী সাওয়ান্তের স্বপ্ন ভাঙতে পারেনি। সমাজের বিপরীতে হেঁটে গৌরীর লড়াই কিন্তু সহজ ছিল না। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'তালি' ওয়েব সিরিজটি গৌরীর জীবন অবলম্বনেই তৈরি। গৌরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুস্মিতা সেন।

বর্তমান এবং অতীতের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে ছয় পর্বের ওয়েব সিরিজের কাহিনি। সুপ্রিম কোর্টে শুনানির দিন। আদালত চত্বরে গৌরীর মুখে কালি ছেটানো হল! রূপান্তকামীদের তৃতীয় লিঙ্গ রূপে স্বীকৃতির দাবিতে পিটিশন ফাইল করেছিল সে। বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে নিজের জীবনের গল্প বলতে শুরু করে গৌরী। মায়ের সমর্থন থাকলেও ছেলেকে কোনও দিন 'মেয়েলি' মেনে নিতে পারেনি গৌরীর পুলিশ অফিসার বাবা। অল্প বয়সে গৃহত্যাগী হয়ে রূপান্তরিতদের সমাজে নিজের জায়গা করে নেওয়া থেকে শুরু করে তাদের 'আম্মা' হয়ে ওঠা গণেশ থেকে গৌরী হয়ে ওঠার দীর্ঘ যাত্রাপথের এই গল্প অবশ্যই অনুপ্রেরণাদায়ক।

সিরিজজুড়ে রাজত্ব করেছেন সুস্মিতা। প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স অভিনেত্রীর সৌন্দর্যের প্রতীক থেকে রূপান্তরকামীর চরিত্রে রাজি হওয়া নিসঃন্দেহে সাহসিকতার দাবি রাখে। সত্যি বলতে, সিরিজে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন সুস্মিতা। এই সিরিজে অভিনয়ের আগে বাস্তবের গৌরীর সঙ্গে দীর্ঘ দিন তিনি তার জীবনের গল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। রূপান্তরকামীদের আদবকায়দা শিখেছেন। পর্দায় তা সুন্দরভাবে ফুটিয়েও তুলেছেন সুস্মিতা। মাঝেমধ্যে কণ্ঠস্বর বদলে তিনি সংলাপ বলার চেষ্টাও করেছেন। বিশেষ করে লিঙ্গ পরিবর্তনের অস্ত্রোপচারের পর তার সেরে ওঠার পর্বটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ।

৫৫ কোটিরও বেশি দেনা, বাংলো বিক্রির নোটিশ সানি দেওলকে

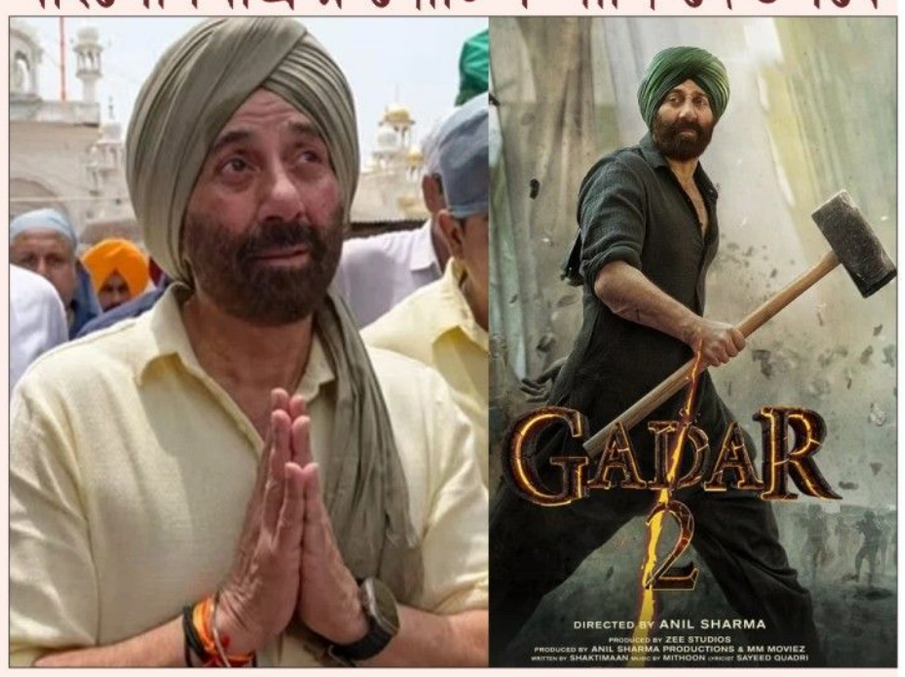

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যে মুহূর্তে ভারতের বক্সঅফিসে রেকর্ডের পর রেকর্ড করে চলেছে সানি দেওলের ছবি 'গদর টু', ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলো বিক্রির নোটিশ পেলেন এই অভিনেতা। জানা গেছে, ৫৫ কোটি রুপিরও বেশি দেনায় পড়েছেন সানি।

ভারতের ব্যাংক অব বারোদা থেকে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে তাকে। যদিও নোটিশে নাম আছে সানির বাবা প্রবীণ তারকা অভিনেতা ধর্মেন্দ্ররও। ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, এই দেনার বিপরীতে মর্টগেজ হিসেবে অভিনেতার জুহুর বাংলো রয়েছে। বাংলোটির নাম সানি ভিলা। আর গ্যারান্টার হিসেবে ধর্মেন্দ্রর নাম।

সানি দেওলের নেওয়া ঋণের টাকা আদায় করার জন্যই বাংলো বিক্রি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাংক। সেজন্যই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। একটি নোটিশের ছবি প্রকাশ পেয়েছে যেখানে বলা হয়েছে জুহুর প্রোপার্টি ৯ সেপ্টেম্বর নিলামে তোলা হবে। এই প্রসঙ্গে সানি দেওল কিংবা ধর্মেন্দ্র এখনও কোনো মন্তব্য করেননি।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের

কোচের দায়িত্বে মালিঙ্গা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ছেন লাসিথ মালিঙ্গা। আইপিএলের আসছে আসরের জন্য ফাস্ট-বোলিং কোচ হিসেবে তাকে নিয়োগ দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। গত ৯ মৌসুম ধরে দায়িত্বটি পালন করা নিউ জিল্যান্ডের সাবেক পেসার শেন বন্ডের স্থলাভিষিক্ত হবেন ৩৯ বছর বয়সী মালিঙ্গা। ২০২১ সালে আইপিএল ক্যারিয়ারের ইতি টেনে দেন মালিঙ্গা। পরের দুই বছর রাজস্থান রয়্যালসের পেস বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। মুম্বাইয়ের কোচিং স্টাফে এনিয়ে দ্বিতীয়বার যোগ দিতে যাচ্ছেন লঙ্কান সাবেক এই পেসার। ২০১৮ সালে দলটির মেন্টর হিসেবে কাজ করেন তিনি। পরের বছর আবারও মাঠে ফিরে মুম্বাইয়ের চতুর্থ আইপিএল শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তিনি। মুম্বাইয়ের হয়ে সবমিলিয়ে পাঁচটি শিরোপা জিতেছেন মালিঙ্গা; যার চারটি আইপিএলে (২০১৩, ২০১৫, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে) এবং অন্যটি ২০১১ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টিতে। সব মিলিয়ে মুম্বাইয়ের হয়ে ১৩৯ ম্যাচ খেলেছেন মালিঙ্গা। ওভারপ্রতি সাতের একটু বেশি রান দিয়ে নিয়েছেন ১৯৫ উইকেট। যেখানে আইপিএলে তার শিকার ১৭০টি, টুর্নামেন্টে যৌথভাবে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ। ২০১৫ সালে মুম্বাইয়ের বোলিং কোচ হিসেবে যোগ দেন বন্ড। দলটির সাফল্যে বড় অবদান রাখেন তিনি। আইএল টি-টোয়েন্টির গত আসরে এমআই এমিরেটসের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাবেক এই তারকা পেসার। আগামী জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় এই টুর্নামেন্টের পরের আসরে তাকে দায়িত্বে রাখা হবে কিনা, সেটা নিশ্চিত নয়।

স্বার্থপরের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্টোকস: পেইন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের আগে অবসর থেকে ওয়ানডেতে বেন স্টোকসের ফেরাকে ভালোভাবে নিতে পারছেন না টিম পেইন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক টেস্ট অধিনায়কের মতে, স্বার্থপরের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংলিশ তারকা অলরাউন্ডার।

গত বছরের জুলাইয়ে হুট করেই ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেন স্টোকস। তখন কারণ হিসেবে বলেছিলেন, একইসঙ্গে তিন সংস্করণে সামর্থ্যের শতভাগ দিতে না পারার কথা। তবে ২০১৯ বিশ্বকাপের ফাইনাল ও সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের নায়ককে আসছে বৈশ্বিক আসরে খুব করেই চাইছিল ইংল্যান্ড। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার অবশ্য স্টোকসের ওপরই ছেড়ে দেয় তারা। শেষ পর্যন্ত নিজের চাওয়াতেই অবসরের সিদ্ধান্ত বদলান তিনি। গত অ্যাশেজ সিরিজ শেষ হওয়ার 'সপ্তাহখানেক কিংবা ১০ দিন' পর ফিরতে চাওয়ার কথা দলকে জানান স্টোকস।

ইংলিশ টেস্ট অধিনায়কের অবসর ভেঙে ফেরা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন পেইন। এসইএন রেডিও-তে তিনি বলেন, নিজের কথা ভেবেই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন স্টোকস। ওয়ানডে অবসর ভেঙে বেন স্টোকসের ফেরার বিষয়টি আমার কাছে মজার লেগেছে। এটা কেবলই তার আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা, তাই নয় কি? বিষয়টি এমন যে, আমি বেছে নেব কোথায় খেলতে চাই ও কখন খেলতে চাই এবং আমি বড় টুর্নামেন্টে খেলব।

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে আগামী মাসে চার ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের যে দল দেওয়া হয়েছে, সেটিকেই বিশ্বকাপের প্রাথমিক স্কোয়াড বলছেন তারা। যে দলে আছেন স্টোকস। তার ফেরায় কপাল পুড়েছে হ্যারি ব্রুকের। বিশ্ব ক্রিকেটেরই সবচেয়ে আলোচিত তরুণ প্রতিভাদের একজনকে বিশ্বকাপ ভাবনায় রাখেনি ইংল্যান্ড। স্টোকস ফিরলে কোপটা তার ওপরই পড়বে, কোচ ম্যাথু মট ও অধিনায়ক জস বাটলারের কাছ থেকে আগেই বার্তা পেয়েছিলেন ব্রুক।

হাঁটুর চোটের সঙ্গে লড়াই করা স্টোকস বিশ্বকাপে বোলিং করতে পারবেন কিনা, তা নিশ্চিত নয়। তাই ব্রুক ও স্টোকসের মধ্যে তেমন পার্থক্য দেখেন না পেইন। তিনি বলেন, আমি জানি না, সে (স্টোকস) যে বোলিং করছে না। সেটা হলে, ব্যাটসম্যান হিসেবে হ্যারি ব্রুক নাকি বেন স্টোকস? দুইজন খুব, খুব, খুবই কাছাকাছি। পেইনের মতে, বিশ্বকাপে খেলার আশায় গত এক বছর ধরে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা ক্রিকেটারদের স্বপ্ন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গত ১২ মাস ধরে যারা খেলছে, তাদেরকে বললাম, 'দুঃখিত ও ধন্যবাদ। তবে আপনি গিয়ে বেঞ্চে বসুন, কারণ আমি এখন খেলব?

বিশ্বকাপ জয়, ফাইনালে গোলের পরই

বাবার মৃত্যুসংবাদ পেলেন স্পেন অধিনায়ক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নারী ফুটবলে ইতিহাস গড়ল ইউরোপের দেশ স্পেন। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে নারী বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ১-০ গোলে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্প্যানিশরা। দেশটির নারী ফুটবল ইতিহাসে এই প্রথম শিরোপা জিতল তারা।

শুধু তাই নয়, বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে স্পেনের নারী ও পুরুষ উভয় দল বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল। এর আগে জার্মানির মেয়েরা ২০০৩ সালে ও ২০০৭ সালে দুইবার এই কীর্তি গড়েছিল।

ফাইনালে জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেন স্পেনের অধিনায়ক ওলগা কারমোনা। শুধু ফাইনাল নয়, সেমিফাইনালেও শেষদিকে গোল করে তিনি স্পেনকে ফাইনালে তুলেছিলেন। সেই ম্যাচে সুইডেনকে তারা হারিয়েছিল ২-১ গোলে।

এদিকে, বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ের ঠিক পরই দুঃসংবাদ পেলেন ওলগা। বাবাকে হারালেন স্পেনের অধিনায়ক। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভেঙে পড়েন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওলগা লেখেন, "জানতামই না আজ জীবনে কী ঘটতে চলেছে। সেটা না জেনেই ফাইনালে খেলতে নেমেছিলাম। জানি, আজ যে কীর্তি গড়লাম, তার পিছনে তুমিই শক্তি। জানি, উপর থেকে তুমি আমাকে এখন দেখছো। আমার জন্য গর্ব অনুভব করছো।"

স্পেন বিশ্বকাপ জেতার ঠিক পরেই স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রথম জানানো হয় এই খবর। তারা এক বিবৃতিতে বলে, "স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ওলগা কারমোনার বাবার মৃত্যুসংবাদ জানাচ্ছে। বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষ হওয়ার পরই ওলগাকে এই দুঃসংবাদ জানানো হয়েছে।"

ম্যাচে ২৯ মিনিটের মাথায় গোল করেন ওলগা। বাঁ প্রান্তে বল পান স্পেনের অধিনায়ক। তিনি বক্সের মধ্যে ঢুকে বাঁ পায়ে মাটি ঘেঁষা শট নেন। ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক ম্যারি আর্পস হাত লাগাতে পারেননি। দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়িয়ে যায়। একটিই গোল হয় পুরো ম্যাচে।

গোল করার পরই সাইডলাইনের দিকে ছুটে যান ওলগা। ছোটার সময় নিজের জার্সি তুলে ধরেন তিনি। নীচে আর একটি জার্সিতে স্পেনের ভাষায় লেখা ছিল 'মের্চি'। বারবার আঙুল দিয়ে সেই বার্তার দিকেই দেখাচ্ছিলেন ওলগা।

'মের্চি'র অর্থ 'বাই'। এই বার্তার মাধ্যমে ওলগা কী বোঝাতে চেয়েছেন তা নিয়ে নানা রকমের কথা সামনে আসছে। কেউ বলছেন, কাতালান ভাষায় এই কথার মানে 'ধন্যবাদ'। দলের পাশে থাকার জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছেন তিনি। কেউ আবার বলছেন, নিজের ছোটবেলার স্কুল কলেজিয়ো মার্সেডেসকে ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছেন ওলগা। আবার কারও মতে, বন্ধুর মায়ের উদ্দেশে বার্তা দিতে চেয়েছেন স্পেনের অধিনায়ক।

ম্যাচ শেষে ওলগা বলেন, "আমরা জানতাম যে ইংল্যান্ড খুব কঠিন একটা দল। তাই ওদের হারাতে আমাদের সেরা খেলাটা খেলতে হতো। সেটাই করেছি। প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই ভাল খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বকাপ জিতব সেটা ভাবতে পারিনি। আমি বাকরুদ্ধ। কী বলব বুঝতে পারছি না।"

বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপে

ভারতের সহ-অধিনায়ক কে হচ্ছেন?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাত্র একটা ম্যাচেই কি বদলে গেল সব হিসাব। এতদিন ধরে রোহিত শর্মার সহকারী হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়াকে ধরে নেওয়া হচ্ছিল। এখন শোনা যাচ্ছে আসন্ন এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে ভারতের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেতে পারেন জশপ্রীত বুমরাহ।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বুমরাহের পারফরম্যান্স দেখে সেটাই মনে হচ্ছে। সাদা বলের ক্রিকেটে সহ-অধিনায়ক হওয়ার দাবিদার হার্দিক নন বুমরাহ, সেটা স্বীকার করেছেন এক বিসিসিআই'র কর্মকর্তা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, সহ-অধিনায়কত্বের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা মাপকাঠি। সেদিক থেকে হার্দিকের থেকে বুমরাহের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। কারণ ২০২২ সালে তিনি ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যদি দেখেন এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপ, দুটো টুর্নামেন্টেই বুমরাহকে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়েছে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেজন্যই আয়ারল্যান্ডে ঋতুরাজের পরিবর্তে বুমরাহকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে ২০ ওভারের ফরম্যাটে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হার্দিক। তখন মনে করা হচ্ছিল, ৫০ ওভারের ফরম্যাটেও হার্দিকের হাতে সহ-অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে বুমরাহ কামব্যাক ঘটিয়ে সব হিসাব বদলে দিয়েছেন। এমন প্রেক্ষাপটে যদি বুমরাহকে এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপে ভারতের সহ-অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

নেইমারকে নিয়ে

বড় দুঃসংবাদ দিল আল হিলাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফরাসি ক্লাব পিএসজি ছেড়ে সৌদি আরবের প্রো লিগের ক্লাব আল হিলালে যোগ দিয়েছেন ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার। ইতোমধ্যেই জমকালো আয়োজনের মধ্যদিয়ে নেইমারকে বরণ করে নিয়েছে ক্লাবটি। বর্তমানে আল হিলালে অবস্থান করলেও এখনই মাঠে নামা হচ্ছে না ব্রাজিলের পোস্টার বয়ের।

শনিবার ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে নেইমারকে নিয়ে বড় দুঃসংবাদই দিয়েছেন আল হিলাল কোচ জর্জে জেসুস। হিলাল কোচ বলেন, 'ইনজুরি নিয়েই নেইমার এখানে এসেছে। তার পেশিতে সামান্য সমস্যা রয়েছে। আমি জানি না সে কখন মাঠে ফিরতে পারবে এবং স্বাভাবিকভাবে অনুশীলন করতে পারবে। প্রীতি ম্যাচের জন্য ইনজুরি আক্রান্ত নেইমারকে ব্রাজিল দলে রাখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন জেসুস। নেইমারকে বরণে পর আল ফেইহার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে আল হিলাল।

আল হিলালের মেডিকেল বিভাগ আশা করছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচের বিরতির পরই মাঠে নামতে পারবেন নেইমার। সে হিসেবে আল রিয়াদের বিপক্ষে ১৫ সেপ্টেম্বর ব্রাজিলের তারকা ফুটবলারের মাঠে নামার সম্ভাবনা রয়েছে।

মেসির মহানুভবতা,

শিরোপার সঙ্গে জিতলেন হৃদয়ও

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবারের লিগস কাপে অংশ নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ও মেক্সিকোর লিগা এমএক্সের ৪৭টি ক্লাব। প্রায় মাসব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে শিরোপা জিতেছে ইন্টার মিয়ামি। লিগস কাপের পুরো আসরজুড়ে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন সদ্য পিএসজি ছেড়ে মায়ামিতে যোগ দেওয়া আর্জেন্টাইন খুদে জাদুকর লিওনেল মেসি। আগের ৬ ম্যাচেই তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৯টি গোলের পাশাপাশি রয়েছে এক অ্যাসিস্ট। ফাইনালের মঞ্চেও তিনিই মায়ামির হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন। তবে সেই লিড দ্বিতীয়ার্ধের পর আর তার দল ধরে রাখতে পারেনি। ৫৭ মিনিটে ন্যাশভিলে সমতায় ফেরার পর জালের দেখা পায়নি আর কোনো পক্ষই। ফলে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণে ম্যাচটি এরপর টাইব্রেকারে গড়ায়।

রবিবার সকালে ফাইনালে টাইব্রেকারে ১০-৯ গোলে জিতেছে মেসি বাহিনী। ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এমএলএসের ক্লাবটি এই প্রথম কোনো শিরোপা জিতল। মিয়ামিতে এসেই মেসি পেয়েছেন দলটির অধিনায়কের দায়িত্ব। টুর্নামেন্টজুড়েই তার বাহুতে ছিল অধিনায়কের আর্মব্যান্ড। তবে মিয়ামি শিরোপা জেতার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মঞ্চে মেসি একা যাননি।

ট্রফি গ্রহণ করতে যাওয়ার আগে খুঁজে বের করলেন দিয়ান্দ্রে ইয়েদলিনকে, যিনি মেসি আসার আগে মিয়ামির অধিনায়ক ছিলেন। মেসি এগিয়ে এসে অধিনায়কের আর্মব্যান্ডটা পরিয়ে দিলেন সাবেক অধিনায়কের হাতে। ইয়েদলিনকে মেসি বলেন, মিয়ামির প্রথম শিরোপাটা তুলে ধরতে।

মেসির এমন আচরণে মুগ্ধ ইয়েদলিন ট্রফি নিয়ে দলের কাছে আসেন, মেসি আসেন তার পেছন পেছন।

এরপর সবাই মিলে ট্রফি নিয়ে মাতেন উদযাপনে। মেসির এমন আচরণে মুগ্ধ নেটিজেনরাও। ওই মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপটি এরই মধ্যে হয়েছে ভাইরাল।

আলভারেজের গোলে

ম্যানসিটির জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। আরো একবার সিটির ত্রাতা হলেন জুলিয়ান আলভারেজ। আরলিং হালান্ড ও বাকিদের ব্যর্থতার মাঝেও চেনা ছন্দে ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা।

ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে খেলতে নেমেই আক্রমণে আধিপত্য বিস্তার করে সিটি। কিন্তু নিউক্যাসলের বক্সে গিয়েই বারবার খেই হারিয়ে ফেলেছিল তারা। পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না কেউ। অবশেষ সেই 'ডেডলক' ভাঙেন আলভারেজ।

ম্যাচের ৩১তম মিনিটে ডান দিক দিয়ে আক্রমণে উঠে বক্সের দিকে এগিয়ে যায় সিটি। বক্সে ফিল ফোডেনের পাস পেয়ে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দারুণ এক শটে ঠিকানা খুঁজে নেন 'স্পাইডার' খ্যাত এই তারকা।

বিরতির আগে কয়েকটি সুযোগ পেয়েও হারায় সিটি। হালান্ড কয়েকবার চেষ্টা করেও গোলের খাতা খুলতে পারেননি। বিরতির পর আরও দু'টি মিস করেন হালান্ড। মিসের মহড়ায় যোগ দেন ফিল ফোডেনও। তাতে গোলের ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি সিটি। নিউক্যাসলও গোটা দুয়েক আক্রমণ করেছিল। কিন্তু দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এডারসন।

টটেনহ্যামে হোঁচট খেলো

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যাম হটস্পারের সামনে হোঁচট খেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাদের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় তুলে নিয়েছে আঙ্গে পোস্তেকোগলুর দল।

ঘরের মাঠে শুরুতেই এদিন বেশ গোছানো ফুটবল খেলতে থাকে টটেনহ্যাম। জবাবে রক্ষণ আগলে রেখে পাল্টা আক্রমণ শানানোর চেষ্টা করে ম্যানইউ। ম্যাচের ৪০তম মিনিটে ভালো একটা সুযোগ পেয়েছিল টটেনহ্যাম। স্প্যানিশ ডিফেন্ডার পেদ্রো পোরোর শট পোস্টে লাগার পর ফিরতি বল ধরে জোরালো শট নেন পাপা মাতার সার। কিন্তু লুক শ'য়ের গায়ে লেগে ফের পোস্টে বাধা পায় বল!

বিরতির পর দুই দলই প্রিমিয়ার লিগের আসল ঝাঁঝটা বুঝাতে থাকে। তাতে ৪৮তম মিনিটে এগিয়ে যায় 'দ্য লিলিহোয়াইট' খ্যাত টটেনহ্যাম। মাঠের ডান দিকের বাইলাইন ধরে এগিয়ে কাটব্যাক করেন দেইয়ান কুলুসেভস্কি। ইউনাইটেডের একজনের গায়ে লেগে বল চলে যায় বক্সের মুখে দাঁড়ানো মাতার সারের পায়ে। ঠাণ্ডা মাথার শটে লক্ষ্যভেদ করেন ২০ বছর বয়সী মিডফিল্ডার।

টটেনহ্যামের দ্বিতীয় গোলটা আসে আত্মঘাতী হয়ে। ৮৩তম মিনিটে ইভান পেরিসিচের পাস ছুটে এসে ক্লিয়ার করতে গিয়ে উল্টো নিজেদের জালে ঠেলে দেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ।

এই হারে পয়েন্ট তালিকার ১০ নম্বরে নেমে গেল ম্যানইউ। দুই ম্যাচে ১ জয় ও ১ ড্র নিয়ে তালিকার পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে টটেনহ্যাম।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR